P/Edn.

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...19 OCT 1986...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

168

শিক্ষাঙ্গনে

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশ সরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৬-৯০) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন তা জাতির জন্য এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কেন না কোন জাতিই শিক্ষা ছাড়া উন্নতির চরম শিখরে উঠতে পারে না। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। আজ যারা শিশু ভবিষ্যতে তারাই হবে জাতির কর্ণধার। তাদের উপরে ন্যস্ত হবে দেশ গড়ার ভার। সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। আশা করা যায় এর সুফল শীঘ্রই পাওয়া যাবে।

এ দেশের শতকরা ৭৫ জন লোকই নিরক্ষর। কাজেই অধিকাংশ শিশুর অভিভাবক শিক্ষার প্রতি উদাসীন। সে জন্য সরকার অতীতে বয়স্ক শিক্ষার প্রতি জোর দিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করেও তেমন কোন সুফল লাভ করতে পারেননি। বয়স্ক শিক্ষার অজস্র বই পোকা-মাকড় ও ইঁদুরের খাদ্যে পরিণত হয়েছে।

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, আমাদের আর্থিক দৈন্যতাই শিক্ষার একমাত্র অন্তরায়। কেউ কেউ বলেন, শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে হলে যে কোন উপায়েই হোক কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে। অথচ দেশের আপামর জনসাধারণ তাদের আর্থিক মান বাড়ানোর জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কৃষকদের অভাব মোচনে তেমন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি?

দেশকে ভবিষ্যতে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হলে বা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

দেশের শতকরা ৯০ জন লোকই গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ পরিবেশে অধিকাংশ অভিভাবক তাদের সন্তান-সন্ততিকে বিদ্যালয়ে না পাঠানোর প্রধান কারণ হচ্ছে বিদ্যালয় থেকে তাৎক্ষণিক কোন আর্থিক সুবিধা না পাওয়া। অথচ বিদ্যালয়ের বাইরে কেউ মাছ ধরে, কেউবা ক্ষেত খামারে কাজ করে কিছু না কিছু রোজগার করে থাকে। কিন্তু বিদ্যালয়ে গেলে তারা এ রোজগার থেকে বঞ্চিত হয় বলে শতকরা ৭০ জন শিশু অলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা ছেড়ে চলে যায়।

বর্তমানে দেশে ৬৮ হাজার গ্রামে ৩৭ হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। গ্রামের তুলনায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা একেবারে নগণ্য বলা যায় যায় না। আরও অধিক বিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তা না করে সুষ্ঠু শিশু শুমারী ভিত্তিক চালু বিদ্যালয়গুলোকে সম্প্রসারণ করলেই আপাততঃ চলতে পারে। এতে অতিরিক্ত আর্থিক চাপ অনেকটা হ্রাস পাবে।

প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর থেকে সম্প্রতি যে বার্ষিক পাঠ্য পরিকল্পনা তৈরী করে প্রতি বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তা প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে নতুন আলোর দিশারীরূপে কাজ করবে এবং এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করবে বলে আশা করা যায়।

—মোঃ আবুল হোসেন
মিঠামন, কিশোরগঞ্জ